রাধা কৃষ্ণন

মানুষের সান্ত দিক (The finite aspect of man).

রাধাকৃষ্ণন এর মতে মানুষের সান্ত দিক হয় সেগুলি — যে গুলি নির্ধারিত হয় অভিজ্ঞতাগত অথবা পরিবেশ গত শর্ত দ্বারা। সাধারণ ভাবে বলা যায়, মানুষের দৈহিক দিকটিই সান্ত অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। একে 'সান্ত' বলা হয়, কারন এর নির্ধারণ করার উপাদান গুলিও নির্ধারিত হয় নানা শর্তগুলি দ্বারা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মানুষের সান্ত দিক গুলি নির্ধারিত হয় জীববিদ্যা; মনোবিদ্যা অথবা শরীরবিদ্যা দ্বারা। এই দিকগুলির প্রকৃতি গত ব্যাখ্যা ঐ সব বিজ্ঞানের দ্বারা পাওয়া সম্ভব।

মানুষের এই সান্ত দিকটির অভিনবত্ব হল সব সময় সেক্ষেত্রে মানুষের দৈহিক সত্তাকে একটি পরিবেশের মধ্যে অবস্থান কারী হিসাবে চিন্তা করা হয়। প্রতিনিয়ত চারপাশের পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা এসে তাকে উদ্দীপিত করেছে এবং ব্যক্তি একক ভাবে তার প্রতিক্রিয়া করেছে। এই প্রতিক্রিয়া বরণ থেকেই ব্যক্তির আচরণ এবং চরিত্র নির্ধারিত হয় উদ্দীপনা দ্বারা। রাধাকৃষ্ণন মানুষের এই দিকটিকে নানা নামে চিহ্নিত করেছেন — অভিজ্ঞতা মানুষ, দৈহিক মানুষ প্রকৃতিগত মানুষ, দৈহিক ব্যক্তি প্রভৃতি।

এই দিকটিকে বিশ্লেষন করলে একটি জীবন কৌতুহল দ্দীপক বিষয়ের ও ওপর আলোকপাত করা সম্ভব। প্রথমত: যদিও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু বিশ = দার্শনিক এই দিকটিকে সম্পূর্ন অবজ্ঞা করে গুরুত্ব দিয়েছেন আত্মার প্রকৃত স্বরূপের দিকে দিকে ভারতবর্ষের প্রাচীন বহু গ্রন্থে দৈহিক দিককে সম্পূর্ন ভ্রমাত্মক দিক বলেও উল্লেখ করা হয়েছে, রাধাকৃষ্ণন কিন্তু কিন্তু তাদের সঙ্গে একমত হননি। তিনি মানুষের দৈহিক সংগঠন টি কে আত্মার একটি দিক বলেই উল্লেখ করেছেন। ~~তিনি বলেছেন~~

রাধাকৃষ্ণান -এর এই বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গিকে কম বেশি পরিপূর্নতা বাদীর অনুরূপ মতবাদ বলা হয়। তিনি মনে করতেন মানুষের দৈহিক প্রকৃতিকে কখনই

Scanned with CamScanner

দিকটি দমন বা বাতিল না করে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। কেননা দৈহিক দিক যদিও সত্য, কিন্তু কেবল একটি 'পর্যায়' মাত্র। একে অতিক্রম করে যেতে হবে। এই পর্যায়ে সত্যতা ততক্ষণই, যতক্ষণ মানুষ এই পর্যায়ে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু এটাই মানুষের সর্বোত্তম স্বরূপ নয়, এই সান্ত দিক কে অতিক্রম করেই মানুষকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে।

মানব প্রকৃতির অনন্ত দিক

এই দিকটি মানবাত্মার পরিপূর্ণ প্রকাশের দিক বলে তিনি বা রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। তাঁর মতে মানুষের এই দিকটিকে ঘটে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ। আধ্যাত্মিকতার কথাটির প্রকৃত অর্থ নির্দিষ্ট করা খুবই কঠিন। তবে এটুকু বলা যায় যে 'আধ্যাত্মিকতা' হল অভিজ্ঞতামূলক কোন কিছুর থেকে উচ্চতর কিছু। অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের পদ্ধতিতে 'জ্ঞাতা' এবং 'জ্ঞেয় বিষয়ের' মধ্যে পার্থক্য থাকে। ~~থাকে~~ কিন্তু উচ্চতর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পদ্ধতি এই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বিষয়ে পার্থক্য কে অতিক্রম করে যায়। যেমন 'আত্ম' চেতনার ক্ষেত্রে ঘটে। এক্ষেত্রে জ্ঞাতা নিজের সম্পর্কেই সচেতন হয় অর্থাৎ জ্ঞাতার জ্ঞানের বিষয় ও সে নিজে। ফলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়ের প্রভেদ অবলুপ্ত হয়। আধ্যাত্মিক ~~ক~~ মূল লক্ষণ হল আত্ম সচেতনতাই তাকে দেয় একক বিশিষ্ট ব্যক্তিস্বত্বা এবং ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার ক্ষমতা। সুতরাং এটাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথ বলেন প্রতিনিয়ত আমরা নিজেদের মধ্যে 'এক ঐশ্বরিক স্ফুলিঙ্গ কে বহন করি। এই স্ফুলিঙ্গই আমাদের নানারকম মহান কাজ করতে উদ্দীপিত করে। আমরা অসহায় মানুষের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিই। আমরা কঠোর ভাবে নৈতিকতাকে অভ্যাস করি। অপরকে সাহায্য করার জন্য নিজেরা কষ্ট স্বীকার করি। এই আত্ম ত্যাগমূলক ক্রিয়া কলাপ তখনই সম্ভব হয় যখন মানুষ কোনভাবে নিজের মধ্যে এক বিশ্বমানব কে অনুভব করে।

আবার কিভাবে আমরা ব্যাখ্যা করব নান্দনিক আনন্দের অভিজ্ঞতাকে, বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান ভাবনায় নিজেকে উৎসর্গ করাকে, ঋষির ভাবনায় নিজেকে উৎসর্গ করাকে? এই সবই হল মানুষের আধ্যাত্মিক আচরণ।

বুদ্ধ, যীশু, জরথুস্ত্র, মহম্মদ এরা পরিষ্কার ভাবে আমাদের দেখিয়েছেন ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতা লাভের অধিকারী আমরা হতে পারি।

মানুষের মধ্যে যদি শুধু সীমাবদ্ধতায় থাকতো, তবে যে নিজেকে মুক্ত করার জন্য মোক্ষলাভের জন্য কেন এতো আকুল হয়? যার সম্পর্কে কোন ধারণা নাই সে বিষয় সম্পর্কে কখনই কোন মানুষ আকাঙ্ক্ষা ~~করতে~~ করে না। মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা হল মানুষের সেই অনন্ত আধ্যাত্মিকতা দিক; ঐশ্বরিক দিক।

রাধাকৃষ্ণান মনে করেন; বিবর্তনের ইতিহাস হল মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে তার ক্রমশঃ বিকশিত হওয়ার ইতিহাস। এই কারণেই বিবর্তন যত এগিয়েছে তত জীবনে জ্ঞান এবং মানুষের আচরণ পাল্টেছে। আদিম মানুষের থেকে সভ্য মানুষের আচরণ বদলিয়েছে। এছাড়া মানুষের মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যেই একটা স্পষ্ট এবং আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। মানুষের আবির্ভাবের পূর্বে বিবর্তনের গতি ছিল কম বেশি যান্ত্রিক। কিন্তু যখন মানুষ এলো তার কার্যকলাপ ও আচরণ ও বিবর্তনের ~~[illegible]~~ পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। সক্রিয় অংশ গ্রহণ করল সে বিবর্তন পদ্ধতির সঙ্গে। মানুষের মধ্যে যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা রয়েছে তার ~~[illegible]~~ প্রমাণ এটাও।

এই সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে রাধাকৃষ্ণান উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ হল তার আধ্যাত্মিকতা যাকে এক অর্থে ঐশ্বরিক প্রকৃতিও বলে।

Scanned with CamScanner

ধর্মীয় অভিজ্ঞতা :— তিনি বলেছেন, ব্যক্তির উচিত একটি বিশ্বাস নিয়ে শুরু করা — এই বিশ্বাস হল ধর্মীয় অভিজ্ঞতা একাই। সুতরাং প্রথমেই আমাদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রকৃতি ও চরিত্র কি তা নির্ধারন করে ফেলতে হবে। এই অভিজ্ঞতা অন্যান্য সাধারন অভিজ্ঞতার মতো কেবল মাত্র জ্ঞানের একটা 'আকৃতি' মাত্র নয়। এটি আমাদের দেহের কোন ভঙ্গি বা আচারন এর মধ্য দিয়ে প্রকাশযোগ্য নয়। একে 'অভিজ্ঞতা' বলা হয়ে কারন এর দ্বারা আমাদের এক বস্তুগত সচেতনতা আসে, সঙ্গে আসে এক ধরনের আনন্দ, একজাতীয় অন্তর সন্তুষ্টি। একে আবার বলা হয় ধর্মীয়, কারন এর অদ্ভুত প্রকৃতি এক অভিনবত্ব — যাকে অভিজ্ঞতার অন্য কোন আকৃতিতে ~~কয়েকটি~~ পরিবর্তিত করা যায়।

রাধাকৃষ্ণান ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি এইরকম —

① এটি এক ধরনের অভিজ্ঞতা বিশেষ। এর অর্থ —

ক) এটি কোন রকম অসাধারন অথবা অস্বাভাবিক বিষয় নয়।

খ) প্রত্যেক মানুষই একে লাভ করতে পারে।

গ) এটি যুক্ত থাকে একটি বিষয়গত সচেতনতার সঙ্গে।

② এটি সমন্বয়ী এবং অবিভক্ত চেতনা। এই চরিত্রটিই পৃথক করে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা থেকে। সাধারন অভিজ্ঞতায় বিষয় এবং বিষয়ীর দ্বৈত চরিত্র সব সময় বজায় থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় বিষয়-বিষয়ীর পার্থক্য থাকে না।

③ এটি স্বশাসিত চরিত্রের, এটি মনের এক স্বাধীন ক্রিয়া এটি কোনো ভাবে কোন বাহ্য উপাদান দ্বারা নির্ধারিত হয় না এর প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্ত এবং আন্তরিক।

Scanned with CamScanner

(৪) এটি অনিবার্যভাবেই আন্তরিক এবং ব্যক্তিগত। রাধাকৃষ্ণান গভীর ভাবে হোয়াইটহেড এর দর্শন দ্বারা ~~[illegible]~~ প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মতই তিনিও ব্যক্তির অন্তর জীবনের উপর ভীষণ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

(৫) জাগতিক বিষয় সম্পর্কে নিস্পৃহতা, এই অভিজ্ঞতার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল: আমাদের সাধারণ জীবনে স্বাভাবিক ভাবে যে সব ~~বিষয়~~ বিষয়ের প্রতি আমরা আকর্ষণ করি সেই সব জাগতিক বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ; নির্লিপ্ত থাকে ; এই জাতীয় অভিজ্ঞতার অধিকারী ব্যক্তিরা।

(৬) সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হল সমগ্র মানুষের সমগ্র সত্যের প্রতি সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া বিশেষ। এই অভিজ্ঞতা কোন ভাবেই আংশিক নয়। এটি সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া কেননা এর মধ্যে যুক্ত থাকে বৌদ্ধিক, নৈতিক, নান্দনিক একজন মানুষের সামগ্রিক দিক। ~~[illegible]~~

(৭) এই অভিজ্ঞতা ব্যক্তির জীবনে কোনরকম ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনা। বরং বাহ্য জগৎ-এর অশান্তি ~~ও~~ পরাজয়ের ব্যর্থতার মধ্যেও এক সদর্থক শান্তির অনুভূতি নিয়ে আসে মনে, যা ব্যক্তিকে নিজের উপর আস্থা এবং শান্তির নির্মল আনন্দকে ফিরিয়ে দেয়।

(৮) এই অভিজ্ঞতা অন্তরের সাথে স্বাধীনতার অনুভূতিও এনে দেয়।

(৯) এই ধরনের অভিজ্ঞতা যদি ঘটে কারোর জীবনে তাহলে স্বাক্ষর রেখে যায় সমগ্র জীবনে।

(১০) তবে অভিজ্ঞতাকে কখনই ব্যাখ্যা করা যায় না প্রমাণও করা যায় না। রাধাকৃষ্ণান অভিজ্ঞতাকে নিশ্চিত

Scanned with CamScanner

~~অরবিন্দ ঘোষের~~ করার জন্য নানা শব্দ ব্যবহার করেছেন আত্ম প্রতিষ্ঠিত, আত্ম সমর্থনকারী, আত্মদীপ্তিমান প্রভৃতি

স্বজ্ঞামূলক চেতনার স্বরূপ :

রবীন্দ্রনাথ স্বজ্ঞামূলক চেতনাকেই সত্য জ্ঞানের প্রকৃত উৎস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন নানা কারনে।

স্বজ্ঞা হল বস্তুর বা বিষয়ের সরাসরি উপলব্ধি। স্বজ্ঞা এই জ্ঞান চিহ্ন বা প্রতীকের মাধ্যমে আসে না। স্বজ্ঞা মূলক চেতনায় জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বিষয়ের বিভাজন সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে যায়। এক অর্থে এই জানা "হয়ে ওঠা"। বিষয়টিকে একটি উদাহরণ এর মাধ্যমে স্পষ্ট করা যায়। যেমন 'ক্রোধ'। ক্রোধ কি? এই আবেগটিকে কোন বৌদ্ধিক চিন্তন দ্বারা কাউকে বোঝানো যায় না। আবার কেবলমাত্র নিজেরা 'ক্রুদ্ধ' হয়ে বিষয়টিকে 'বুঝতে পারি'। এভাবেই স্বজ্ঞা - একটি একত্ব প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যে। তাই স্বজ্ঞামূলক চেতনায় আমরা সত্যের সঙ্গে এক হয়ে যায়; জ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে একত্ব অনুভব করি বলে তিনি মনে করেন। সুতরাং এই জ্ঞান সরাসরি এবং অবিলম্বে ঘটে থাকে।

স্বজ্ঞাজাত চেতনা নিজেই সাক্ষ্য বহন করে অর্থাৎ নিজে নিজেই সত্য। এটি স্বয়ং সত্য কারন এর সত্যতা প্রমানের জন্য অন্য কোন কিছুর সাহায্যের প্রয়োজন নেই। এটি নিজেই নিজের জামিনদার। এর বৈধতা এবং সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় আমাদের স্বজ্ঞাজাত চেতনা হওয়ার মুহূর্তেই। স্বজ্ঞাজাত চেতনা বিষয় সম্পর্কে একান্ত আপনভাবে জ্ঞান দেয় কারন এক্ষেত্রে ~~জ্ঞ~~ জানা ক্রিয়াটি ঘটে নিজেদের ঐ বিষয় হয়ে ওঠার মাধ্যমে। এটি অবাস্তব অথবা অসম্ভব জ্ঞান নয় বরং মানুষের ক্ষেত্রে এটি স্বাভাবিক

Scanned with CamScanner

জ্ঞান। আমরা প্রত্যেকেই কিছু স্বজ্ঞাজাত জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম। জীবনের অবিরল উদাহরণ দিয়েই এ কথা প্রমাণ করা যায়। যেমন বুদ্ধির ভূমিকাকে ব্যর্থ করে দেয় অনেক ক্ষেত্রেই ভালোবাসার আবেগ। এটা উপলব্ধি করার জন্য এক জনকে প্রকৃতই প্রেমিক হতে হবে।

স্বজ্ঞা হচ্ছে এক আলোর ঝলকানির মতো আমাদের মানসপটে উদ্ভাসিত হয়। এটি হচ্ছে অন্তর্দর্শন যেটি বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে আমাদের। যে সব গভীরতম প্রত্যয় নিয়ে আমরা চিন্তা করি এবং বেঁচে থাকি, সেগুলি কখনই প্রত্যক্ষজাত অভিজ্ঞতা অথবা যৌক্তিক জ্ঞান থেকে আমরা পাই না। সেগুলিকে পাই স্বজ্ঞা থেকে। তাতে সহীন সত্যগুলি যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত নয় বরং স্বজ্ঞা জন্য উপলব্ধ হয়েছে।

নিজের আত্মা সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা সম্ভব কেবল স্বজ্ঞার দ্বারাই। কিভাবে আমরা জানবো 'আমি কে'? তাঁর মতে আত্ম উপলব্ধির দ্বারা এই আত্ম-উপলব্ধি হল স্বজ্ঞামূলক চেতনা। ~~[illegible]~~